গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.nanl.gov.bd

বিষয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি : জনাব মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, মাননীয় উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভাপতি : ড. সালমা মমতাজ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।
তারিখ : ০৯/১২/২০২৪ খ্রি
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা
স্থান : জাতীয় আরকাইভস অডিটোরিয়াম।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে অধিদপ্তর সম্পর্কিত একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনীশেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা তাঁর বক্তৃতায় জাতীয় ইতিহাস লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচীন তথা ইতিহাসের ধারাবাহিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ইতিহাস প্রাচীন হলেও বর্তমানই আগামীর ইতিহাস। তাই বর্তমান ঘটনা প্রবাহ বা চলমান ঘটনার ইতিহাসও ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চাই? সেটা জানার জন্য অতীতে কোথা থেকে এসেছি এটা জানতে হবে। এর জন্য আরকাইভসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ঘুরতে বিভিন্ন স্থানে যায়। দেখতে হবে, মানুষ ঘুরতে আরকাইভসে আসতে পারছে কিনা? কি করে তরুণ বা নূতন প্রজন্মের কাছে আরকাইভসকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়? আমাদেরকে সে বিষয়ে ভাবতে হবে। ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরকাইভসের প্রচার করতে হবে। আরকাইভসে সংরক্ষিত প্রচুর পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল বা নথিপত্র রয়েছে যা জন-মানুষের কাছে উন্মুক্ত করতে হবে বা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সেলিব্রেটিদের কাজে লাগানো যেতে পারে। অধিদপ্তরের প্রচারের স্বার্থে আরও যুগোপযোগী ও গতিশীল ডকুমেন্টারি তৈরির জন্য একটি টিম প্রস্তুত রাখতে হবে যা 'কুইক রেসপন্স টিম' হিসেবে কাজ করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, চলমান ঘটনা বা ইতিহাস বিশেষত জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এর ইতিহাস সংরক্ষণে এ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তিনি ছাত্র-জনতার বিপ্লবের ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে একজন শহিদের মায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন-**'গুলি করেছে আমার সন্তানের বুকে কিন্তু লেগেছে আমার কলিজায়'**। আমরা যা হারিয়েছি তা আর কখনো ফিরে পাবো না। এ বিপ্লবের সময় আনুমানিক ৩০ লাখ মানুষ মাঠে ছিল। এ মানুষগুলো তাদের বীরত্বের কথা বলবে। এজন্য তাদের কাছে গিয়ে **'জুলাই ওরাল হিস্ট্রি আরকাইভস'** তৈরি করতে হবে। এছাড়া তিনি ঘটে যাওয়া জুলাইয়ের গল্প, কবিতা, স্মারক, গ্রাফিতি, পোস্টার, চিত্রকর্ম, ডকুমেন্টস ইত্যাদির সমন্বয়ে আগামী জুলাই ২০২৫ এর মধ্যে 'জুলাই স্মৃতি আরকাইভস' প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন। যেমন-হাসান রোবায়েতের লেখা ৫টি কবিতা, শার্ট কালেকশন, সানিয়ার মায়ের কথা, গুলির চিহ্ন ইত্যাদি আরকাইভসে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। এ লক্ষ্যে তিনি জুলাই স্মারক কর্নার স্থাপনের কথা বলেন। এগুলো একসময় ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হবে। আলোচনার শেষ প্রান্তে তিনি অধিদপ্তরের জনবলকে দক্ষ প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার উপর অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, ইউরোপ/জাপান/কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় এ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সভাপতি ড. সালমা মমতাজ তাঁর বক্তব্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ডিজিটাইজেশন প্রকল্প এবং জাতীয় আরকাইভস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া উন্মুক্ত আলোচনার অংশ নিয়ে অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার জনাব হারিছ সরকার জাতীয় আরকাইভস গ্যালারি বাস্তবায়নে মাননীয় উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনাশেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১. তরুণদের অংশগ্রহণে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত মানসম্মত ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রণয়ন করতে হবে;
২. একটি CTA (Call to Action) বানাতে হবে (জুলাই বিপ্লব, ব্যবহার সামগ্রী, ভিডিও বানানো) যাতে জনগণের কাছে আপীল করা হবে যাতে বর্তমানে যাপিত জীবনের স্মারক ফুঁটে উঠে;

৩. চলমান ঘটনা বা ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার জন্য একটি **'ভিডিও রেকর্ডিং সেল'** (উদাহরণস্বরূপ- ক. পরিচালক (বেতন-ভাতা, যন্ত্রপাতির দাম, যন্ত্রপাতি চালানোর খরচ) খ. সিনেমাটোগ্রাফার গ. এডিটর ঘ. সাউন্ড পরিচালক) গঠন করতে হবে;

৪. ন্যূনপক্ষে ১ লক্ষ মানুষের সাক্ষাৎকারের সমন্বয়ে 'জুলাই ওরাল হিস্ট্রি আরকাইভস' তৈরি করে দেশব্যাপী প্রচার করতে হবে;

৫. আরকাইভসকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বা প্রচারের নিমিত্ত একটি 'প্রচার-প্রচারণা কমিটি' গঠন করতে হবে;

৬. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এর গল্প, কবিতা, ভিডিও, অডিও, চিঠি, শার্ট, পরিহিত বস্ত্র, গুলির খোসাসহ যাবতীয় জুলাই স্মারক ও গ্রাফিতির মূল ডকুমেন্টস সংগ্রহের মাধ্যমে আগামী জুলাই ২০২৫ সালের মধ্যে একটি "জুলাই স্মৃতি আরকাইভস" প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৭. জুলাই স্মারক এর জন্য দ্রুত ভিডিও রেকর্ডিং সেল করতে হবে;

৮. দ্বিতীয় CTA (Call to Action) জুলাইয়ের যা কিছু স্মারক যাদের কাছে যা আছে- স্লোগানের ছবি, শার্ট, গুলি খাওয়া, গুলির খোসা ইত্যাদি সংগ্রহ করবে।

৯. জুলাই স্মারক উপকরণ সংগ্রহের জন্য একটি রিসার্স টিম বানাতে হবে যারা জুলাই স্মৃতি আরকাইভস করবে;

১০. "জুলাই স্মৃতি আরকাইভস" বাস্তবায়নে শক্তিশালী একটি কমিটি গঠন করতে হবে। আগামী জুলাইতে এটি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে উদ্বোধন করতে হবে বা উন্মুক্ত করতে হবে;

১১. অধিদপ্তরের জনবলকে দক্ষ প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ইউরোপ/জাপান/কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় এ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক একটি কমিটি থাকতে পারে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১২. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এর ঘটনা সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে-কোনো ধরনের ডকুমেন্টস, স্থানীয় পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি সংগ্রহের নিমিত্ত মাননীয় উপদেষ্টার মাধ্যমে ডিও লেটার প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০/১২/২০২৪

(ড. সালমা মমতাজ)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব))
ফোন :+৮৮-০২-২২২২১৮৩৪৬
ইমেইল : dg@nanl.gov.bd

স্মারক নং : ৪৩.০০.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২৪. ১১০৫

তারিখ : ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৪

অনুলিপি (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে) :

১। সচিব (রুটিন দায়িত্বে), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। প্রোগ্রামার, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৫। চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬। উপপরিচালক (আরকাইভস), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭। উপপরিচালক (প্রশাসন), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

৮। কর্মকর্তা (সকল), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯। মহাপরিচালকের একান্ত সহকারী, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১০। পরিচালক (আরকাইভস) এর একান্ত সহকারী, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (পরিচালক (আরকাইভস) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১। পরিচালক (লাইব্রেরি) এর একান্ত সহকারী, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (পরিচালক (লাইব্রেরি) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১২। সংশ্লিষ্ট নথি।